দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAR. 25 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

নিয়মনীতি উপেক্ষা ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলা

ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানে সরকারের আসল উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না

মুন্সীগঞ্জ, ২৪ মার্চ (জেলা সংবাদদাতা) ঃ প্রশাসনিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার কারণে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি খাতে সরকারের কোটি কোটি টাকা নিয়মনীতির পরিপন্থীভাবে ব্যয় হচ্ছে। সরকারের আসল উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন ভাবে লাভবান হচ্ছেন।

সরকার ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করছেন। উপবৃত্তি পাবার জন্য শর্ত রয়েছে প্রতিটি ছাত্রীকে পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ নম্বর এবং শতকরা ৭৫ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে এবং লেখাপড়া সময়কাল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। জেলা সদরসহ মফস্বলের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের সময় এই শর্ত মানা হচ্ছে না। উপবৃত্তি ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য থানা পর্যায়ে ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট অফিস রয়েছে। সংশ্লিষ্ট এফএসএসপি'র কর্মকর্তারাও তাদের দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন না। বিদ্যালয় প্রত্যেক ছাত্রী সম্পর্কে বছরের দুইবার রিপোর্ট প্রদান করেন। তাতে প্রত্যেক ছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ৭৫ ভাগ এবং প্রাপ্ত নম্বর শতকরা ৪৫-এর ওপরে দেখানো হয়। ফলে উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য যোগ্য এবং অযোগ্য সকল ছাত্রীই উপবৃত্তি টাকা উত্তোলন করছে। অনেক সময় দেখা যায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের বাড়ী থেকে খবর দিয়ে এনে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের আর্থিক দিক বিবেচনা করে এই কাজটি করেন। নিয়মানুসারে নিয়মিত ছাত্রী না হলে সে উপবৃত্তি পাবার যোগ্য নয়। কোন ছাত্রী কোন এক বছর উপবৃত্তির জন্য ফর্ম পূরণ করলে পরবর্তীতে সেই ছাত্রী নিয়মিত বিদ্যালয়ে না থাকলেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তী প্রতি বছর ঐ ছাত্রীর জন্য টিউশন ফি ব্যাংক থেকে উত্তোলন করছেন। এ ভাবে ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল অ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট-এর আওতায় কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই অনেকটা এই অবৈধভাবে টাকা উত্তোলনের পথ বেছে নিচ্ছেন। সরকার প্রতি-ছাত্রী বাবদ মাত্র ২০ টাকা টিউশন ফি দিচ্ছে অথচ ছেলেদের টিউশন ফি আরও বেশী। ফলে আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ [illegible]পথে যাচ্ছেন। [illegible] যে উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব অবহেলার কারণে ভেস্তে যাচ্ছে। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য বিএনপি সরকারের আমলে এই প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে সেই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। অধিকাংশ বিদ্যালয় তাদের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক পরীক্ষার পর অকৃতকার্য ছাত্রীদের কৃর্তকার্য দেখিয়ে পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তাতে উপবৃত্তি প্রাপ্তি ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অভিজ্ঞ মহলের অভিমত এভাবে টাকা অপচয় না করে প্রকৃত উপবৃত্তির যোগ্য ছাত্রীদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক ছাত্রী যাতে উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তাবলী পালন করে তার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আরও কঠোর হতে হবে। ছাত্রী উপবৃত্তি খাতে সরকারী টাকার অপচয় না করে তা শিক্ষক/কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন। উচ্চতর বেতন স্কেল এবং সরকারী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকলে শিক্ষকতা পেশার প্রতি অবহেলা কেটে যাবে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ পেশায় চলে আসবে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।